ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রকাশক: অধিকার

প্রকাশকাল: ১৪ নভেম্বর ২০২৪

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরেছে। *অধিকার* এই বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ায় এবং তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

২০২৪ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরের প্রতিবেদন প্রকাশের সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতায় ছিল এবং এই সময় ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ দমন করতে যেয়ে ব্যাপক মানবাধিকার লংঘন করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা এই সময়ে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি ছোঁড়ে। এতে শিশুসহ ১৫৮১ জন নিহত[১], ১৮০০০ আহত[২] এবং ৫৫০ জনের চোখ নষ্ট হয়ে যায়[৩]। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলে ৮ আগস্ট একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। [৪]

হাসিনা সরকার ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দুর্নীতি করে। সেই সময়কালে নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। এই সময় নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। *অধিকার* তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়েও চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হয়। ২০১৩ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর আওতায় ১০ বছর বিচারিক হয়রানীর পর *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে ২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এএম জুলফিকার হায়াৎ দুই বছরের কারাদণ্ড এবং উভয়কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধিনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন ৮ বছর ঝুলিয়ে রেখে তা নবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায়। যদিও পরবর্তীতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ২২ আগস্ট ২০২৪ আদিলুর রহমান খান এবং এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন এবং আদালতের নির্দেশে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো *অধিকারএর* নিবন্ধন নবায়ন করে।

---

১ সমকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/257973/
২ সমকাল ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/257973/
৩ প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ https://en.prothomalo.com/bangladesh/1qyly6muhk
৪ ডেইলীস্টার ১৯ আগস্ট ২০২৪ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-606761

অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* ২০২৪ সালের জুলাই- সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। এই প্রতিবেদনটি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে (ক) রয়েছে কর্তৃত্ববাদী শাসক হাসিনার ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালের উল্লেখযোগ্য অংশ। দ্বিতীয়ভাগে (খ) রয়েছে ৯ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অর্ন্তবর্তী সরকারের সময়কালের উল্লেখযোগ্য অংশ। তৃতীয়ভাগে (গ) রয়েছে ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো ৫ থেকে ৮ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে কোনো সরকার ছিল না।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ..... ২
(ক) প্রতিবেদনকাল: ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪ ..... ৩
ছাত্র-জনতার ওপর শেখ হাসিনা সরকারের ভয়াবহ নিপীড়ন ৩
ছাত্র-জনতার ওপর হাসিনার হত্যাযজ্ঞ ৩
বিপুল সংখ্যক মানুষ আহত ১০
গুম ১০
অবৈধ আটকাদেশ, গণগ্রেফতার, নির্যাতন ১৩
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ১৫
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ১৫
সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ১৬
মানবাধিকারকর্মীদের ওপর নিপীড়ন ১৭
(খ) অন্তর্বর্তীকালিন সরকার ১৮
প্রতিবেদনকাল: ৯ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৮
অন্তর্বর্তী সরকার ও সংস্কার ১৮
গুম ১৮
বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড ১৯
রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ২০
আদালত প্রাঙ্গনে অভিযুক্তদের ওপর হামলা ২২
তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা ২৩
মাজার ভাঙ্গা ও ধর্মীয় ভীন্নমতালম্বীদের ওপর হামলা ২৪
(গ) ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর অন্যান্য মানবাধিকার লংঘন ২৫
মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার ২৫
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২৫
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন ২৬
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২২
কারাগার ও মানবাধিকার ২৬
ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মানবাধিকার লংঘন ২৬
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ২৭
পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা ২৮
নারীর প্রতি সহিংসতা ২৯
ধর্ষণ ২৯
যৌন হয়রনি ২৯
যৌতুক সহিংসতা ৩০
এসিড সহিংসতা ৩০
রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘন ৩০
সুপারিশসমূহ: ৩১

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২৪

জানুয়ারী - সেপ্টেম্বর ২০২৪[৫]													
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		শেখ হাসিনার সরকার								সরকার বিহীন পরিস্থিতি	অন্তর্বর্তীকালীন সরকার		
		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট (১-৫)	আগস্ট (৬-৮)	আগস্ট (৯-৩১)	সেপ্টেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড		১	১	০	২	১	১	১৫৮১[৬]		০	০	৮	প্রযোজ্য নয়
গুম		০	০	২	৪	৪	০	১০	০	০	০	০	২০
কারাগারে মৃত্যু		১৫	১৫	১১	৬	৬	৮	২	০	০	৪	৫	৭২
মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ডাদেশ	৩৬	৪৩	৩২	২৭	৩৭	৩০	২৮	০	০	১৮	১০	২৬১
	মৃতুদণ্ডাদেশ কার্যকর	০	০	০	০	০	০		০	০	০	০	০
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	০	৪	৩	২	২	১	০	০	১	২	১৭
	বাংলাদেশী আহত	০	১	৫	৫	৩	২	৫	২	০	২	০	২৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	০	০	৪	১	০	০	০	৫
	আহত	২৯	১৪	৮	১৫	১৪	৪	২৫	৮	০	৩	১	১২১
	লাঞ্ছিত	২	২	২	৭	৬	০	২	০	০	২	০	২৩
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৬	৪	৮	৪	৫	১	১	৩৫	০	১৪	১৭	৯৫
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	২২	১৫	৮	৮	১৮	২০	১৪	৯৩	৪	৩৪	১৮	২৫৪
	আহত	১৫৫৫	৩৮৫	২০২	১৯৮	৮৯৭	৭৮৯	২২১৯	৭৩৪	৯	৪৬৭	৮৪১	৮২৯৬

৫ এই ছকে প্রদত্ত জুলাই-০৫ আগস্টে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্য ব্যতীত অন্য সব তথ্য অধিকার নথিভুক্ত করেছে। তথ্যগুলো জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং মানবাধিকার কর্মীদের দ্বারা সংগৃহীত। পুলিশ ও আওয়ামী লীগ কর্মীদের যৌথ গুলিতে কয়েকজন নিহত হন। তাই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক সহিংসতার ফাইলে দুই জায়গায় এই হত্যাকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৬ প্রথম আলো ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://en.prothomalo.com/bangladesh/pm7kcgunmb, সমকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/257973/; এই তথ্যগুলো বৈষম্যবিরোধী ছাত্রছাত্রী ও জাতীয় নাগরিক কমিটি থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখিত সংখ্যাটি জুলাই-আগস্টের গণহত্যার মোট মৃতের সংখ্যা। অধিকার জুলাই-০৫ আগস্টের মধ্যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অনুসন্ধান ও তালিকা তৈরির কাজ করে চলেছে।

(ক) প্রতিবেদনকাল: ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট ২০২৪

ছাত্র-জনতার ওপর শেখ হাসিনা সরকারের ভয়াবহ নিপীড়ন

হত্যাযজ্ঞ

১. কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্ট আন্দোলন বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই আন্দোলনকে বিগত সরকার কঠোর হাতে দমন করার নামে তার সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমন করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ব্যবহার করা হয়। এই সময়ে ছাত্র জনতার আন্দোলন দমন করার জন্য জাতিসংঘের নামযুক্ত সাঁজোয়া যান ব্যবহার করা হয়।[৭] আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা এই সময় আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি ছোঁড়ে। **এতে শিশুসহ ১৫৮১ জন নিহত[৮], ১৮ হাজারের বেশী আহত[৯] এবং ৫৫০ জনের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে[১০]**। ধারনা করা হচ্ছে এই সংখ্যা আরও বেশী। বাংলাদেশের ইতিহাসে আন্দোলন দমনের নামে সবচেয়ে বড় হত্যাযজ্ঞ হয়েছে জুলাই আগস্ট মাসে। হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুম, গ্রেফতার এবং গ্রেফতারের পর নির্যাতন চালায় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর।

২. ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় একটি রিটের[১১] পরিপ্রেক্ষিতে। ২০২৪ সালের ৫ জুন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কামরুল কাদের এবং বিচারপতি খিজির হায়াৎ এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (৯ম থেকে ১৩ তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। ৬ জুন থেকে কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং চাকরিতে মেধাভিত্তিক নিয়োগ বহাল রাখার দাবিতে শিক্ষার্থীরা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ' এর ব্যানারে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

৩. ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আন্দোলনকারীদের প্ল্যাটফরমটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নাম ধারন করে। ৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় স্থগিত না করায় কোটা বহাল থাকে। এই সময় থেকে সারা দেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। স্বতস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলনে যোগ দিতে থাকেন এবং ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৬ জুলাই থেকে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ, পরীক্ষা বর্জন, ছাত্র

---

৭ ডিডাব্লিউ নিউজ ২৩ জুলাই ২০২৪; https://www.youtube.com/watch?v=TMF9dWjg8P0

৮ সমকাল ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/257973/

৯ প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ https://en.prothomalo.com/bangladesh/1qyly6muhk

১০ ডেইলীস্টার ১৯ আগস্ট ২০২৪ https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-606761

১১ এই আন্দোলন মূলত সূচনা হয় ২০১৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। এই সময় সরকারি চাকুরিতে বিদ্যমান কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। এরপর তাঁদের ধারাবাহিক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে নসাৎ করার জন্য সরকার পুলিশকে ব্যবহার করে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর টিয়ারশেল, পেলেট বুলেট ও জলকামান থেকে গরম পানি নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ করে । বর্তমান সময়ের মতো তখনও পুলিশের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করে । ১১ এক সময় আন্দোলন পুরো ছাত্র সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পরলে বাধ্য হয়ে জাতীয় সংসদে কোটা বাতিলের ঘোষনা দেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর ২০২১ সালে এই পরিপত্র বাতিল চেয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পরিচয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন।

ধর্মঘটসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে শিক্ষার্থীরা। ৭ জুলাই সারা দেশে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের ঘোষণা দেয়া হয়। আন্দোলনকারীরা অবরোধ কর্মসূচীকে 'বাংলা ব্লকেড' হিসেবে অবহিত করে। বাংলা ব্লকেডে সারা দেশ আচল হয়ে পড়ে। ৮ জুলাই ঢাকার ১১টি জায়গায় অবরোধ, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, ৩টি স্থানে রেলপথ অবরোধ এবং ৬টি মহাসড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। এই দিন ৬৫ সদস্যের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক টিম গঠন করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ১০ জুলাই সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা বাংলা ব্লকেড ঘোষণা করে। ১১ জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করলে কমপক্ষে ৪০ জন আহত হন।[১২] ১৪ জুলাই গণভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের (সরকার সমর্থিত) এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা কোটায় চাকরি পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের[১৩] নাতি-পুতিরা কোটায় চাকরি পাবে?" এই দিন মধ্যরাতে আন্দোলনকারীদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অপমান করেছেন বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল ও ক্যাম্পাসে ছাত্ররা বিক্ষোভ করে এবং *"তুমি কে আমি কে- রাজাকার রাজাকার " "চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার"* সহ বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। ১৫ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বরাবরের মতো ছাত্রলীগকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর লেলিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে বলেন, 'রাজাকার' শ্লোগানের জবাব ছাত্রলীগই দেবে। ওবায়দুল কাদেরের এই বক্তব্যের পর আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করার জন্য বহিরাগত দুর্বৃত্তদের[১৪] আনা হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এইদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগের হামলায় তিন শতাধিক আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী আহত হন। এরমধ্যে অনেক নারী শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নির্বিচারে মারধর করে গুরুতর আহত করে এবং তাঁদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।[১৫] এই সময় শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে গুলি এবং বোমা ছোঁড়া হয়।[১৬] হামলার ছবি তুলতে গেলে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,[১৭] কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম সরকারী কলেজ[১৮], রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও যশোরে আন্দোলকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় হেলমেট পরিহিত সরকার সমর্থক দুর্বৃত্তরা।[১৯] এরপর পুলিশসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং সরকার সমর্থকরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা অব্যাহত রাখে।[২০] ১৬ জুলাই রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদকে এস আই ইউনুস নামে এক পুলিশ সদস্য সরাসরি গুলি করে হত্যা করে যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পরে। আবু সাঈদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদ বলেন, তাঁর হাত, বুক, পিঠ, মুখসহ শরীরের শতাধিক জায়গায়

১২ মানবজমিন ১২ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=118270
১৩ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের সহযোগী এ দেশীয় দালালদের "রাজাকার" নামে অভিহিত করা হয়।
১৪ নয়াদিগন্ত ১৬ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/849961/
১৫ সমকাল ১৬ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/education/article/246859/
১৬ মানবজমিন ১৬ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=118886
১৭ সমকাল ১৬ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/education/article/246859/
১৮ যুগান্তর ১৬ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/828506
১৯ প্রথম আলো ১৬ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/h6dxt7siwl
২০ যুগান্তর ১৭ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/828882/

বুলেটের আঘাতের চিহ্ন ছিল। ময়নাতদন্ত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক জানান, কাছ থেকে গুলি করার কারণে এটা হয়েছে।[২১] আবু সাঈদের মৃত্যুর ঘটনায় করা মামলাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, আন্দোলনকারীদের ছোঁড়া গুলি ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের এক পর্যায়ে আবু সাঈদের মৃত্যু হয়।[২২] আবু সাঈদ হত্যা মামলায় রংপুর পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র আলফি শাহরিয়ার মাহিমকে অভিযুক্ত করে পুলিশ। মাহিমের বাবা জানান, পুলিশ তাঁর ছেলেকে পায়ে গুলি করে আটক করে। মাহিমকে ১৯ জুলাই আবু সাঈদ হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে রংপুর আদালতে হাজির করা হয়। জন্ম সনদ অনুযায়ী মাহিমের বয়স ১৬ বছর ১০ মাস। কিন্তু পুলিশ মামলায় তাঁর বয়স ১৯ বলে উল্লেখ করে।[২৩] আবু সাইদকে হত্যার পর সারা দেশে ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসলে তাঁদের ওপর পুলিশ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা একের পর এক হামলা চালাতে থাকে।[২৪] সরকার এই সময় পুলিশ, বিজিবি ও বিশেষায়িত বাহিনী সোয়াটকে ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে।[২৫] এই সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় সাধারণ মানুষ যোগ দেন।[২৬]

কোটা সংস্কারের দাবিতে ১১ জুলাই পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। ছবি: সমকাল, ১২ জুলাই ২০২৪

২১ সমকাল ২৫ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/247614/
২২ প্রথম আলো ২৮ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/hhh9h7oz63
২৩ প্রথম আলো ১ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/623hzx82oj
২৪ প্রথম আলো ১ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/djik2als3t
২৫ সমকাল ১৯ জুলাই ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-07-19/1/6379
২৬ নয়াদিগন্ত ১৯ জুলাই ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি চাকুরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা। ছবি: যুগান্তর, ১৬ জুলাই ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীর ওপর ছাত্রলীগ হামলা চালায়। ছবি: সমকাল, ১৬ জুলাই ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে তিন ব্যক্তিকে অস্ত্র হাতে গুলি ছুঁড়তে দেখা যায়। ছবি: প্রথম আলো, ১৬ জুলাই ২০২৪

আবু সাঈদ ও তাঁর ময়নাতদন্ত রিপোর্ট। ছবি: সময়টিভিনিউজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

৪. ঢাকার রামপুরা বিশ্বরোড এলাকায় আন্দোলনকারীরা পুলিশের গুলি থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন গলিতে আশ্রয় নেন। কিন্তু পুলিশ ড্রোন ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ওপর সরাসরি গুলি চালায়।[২৭] ১৮ জুলাই আন্দোলনকারীরা 'কমপ্লিট শাটডাউন' চলবে বলে ঘোষণা দিলে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে[২৮] রেখে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় সরকার। এই সময়ে ঢাকায় বিটিভি ভবন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও সেতু ভবনে অগ্নিসংযোগ এবং মেট্রোরেল স্টেশন ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ বক্সে আগুন দেয়া ও ভাংচুর করা হয়।[২৯]

৫. গত ১৮ জুলাই সাভারের পাকিজা মডেল মসজিদের কাছে শেখ আশরাফুল ইয়ামিন নামে মিলিটারি ইনস্টিটিউট এন্ড টেকনোলজি এর ছাত্রকে পুলিশ গুলি করে । পুলিশের সাঁজোয়া যানে তাঁর পা আটকে গেলে একজন পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে টেনে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে যায়। তখনও ইয়ামিন বেঁচে ছিলেন । এরপর কয়েকজন পুলিশ সদস্য তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেয়ে সড়ক বিভাজনের অন্য পাশে ফেলে দেয়।[৩০]

পুলিশ গুলিবিদ্ধ ইয়ামিনকে ভ্যান থেকে ফেলে দেয়। ছবি: প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০২৪

২৭ নয়াদিগন্ত ১৯ জুলাই ২০২৪;
২৮ প্রথম আলো, ০৪ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/5h6t8ay1rl
২৯ সমকাল ১৯ জুলাই ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-07-19/1/6373
৩০ https://en.prothomalo.com/bangladesh/egizjx62l6

৬. ২০ জুলাই সরকার সারা দেশে কারফিউ জারি করে সেনা মোতায়েন করা হয়। সাধারণ ছুটিও ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কারফিউ উপেক্ষা করে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে।[৩১] জুলাই-আগস্ট মাসে মোট ৪৪ জন পুলিশ নিহত হয়েছে বলে পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে।[৩২] পুলিশ সদর দপ্তরসহ ২০টি থানায় হামলা-ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।[৩৩] এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার কিছু ঘটনা নিচে উল্লেখ করা হলো:

৭. ১৯ জুলাই ঢাকার মহাখালীতে ওয়ার্কশপ মিস্ত্রী আল আমিন রনি (২৪) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গুলিতে নিহত হন। তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ছয়মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।[৩৪] ১৯ জুলাই ঢাকার দনিয়া এলাকায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা হেলিকপ্টার থেকে ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে গুলি চালালে কলেজ ছাত্র মোহাম্মদ নাঈম নিহত হন।[৩৫] ১৯ জুলাই ঢাকার রামপুরা টিভি ভবনের সামনে আন্দোলনকারী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে হেলিকপ্টার থেকে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি ছাড়লে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যান। তখন আলমগীর শেখ নামে এক গাড়িচালক গুলিবিদ্ধদের পানি খাওয়াতে গেলে হেলিকপ্টার থেকে তাঁকেও গুলি করে হত্যা করা হয়।[৩৬] ২২ জুলাই ঢাকার মাতুয়াইলের মা ও শিশু হাসপাতাল ভবনের ওপরে হাইওয়ে পুলিশ অফিস থেকে পুলিশ সদস্যরা নিচে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি ছুঁড়লে আন্দোলনকারীদের কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। এতে আন্দোলনকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওই ভবনের ওপরের অংশে আগুন ধরিয়ে দেন। এই সময় আটকে পরা হাইওয়ে পুলিশ সদস্যদের হেলিকপ্টারে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে কর্মরত কাঠমিস্ত্রি সেলিম মণ্ডল (২৯), আবদুস সালাম (২২) ও সোহেল (২০) কে পুলিশ উদ্ধার না করায় তাঁরা ধোঁয়া ও আগুনের তাপে মারা যান।[৩৭] গত ৪ আগস্ট বিকেলে বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র গোলাম নাফিজ ফার্মগেট পথচারী সেতুর নিচে গুলিবিদ্ধ হলে আহতবস্থায় তাঁকে একটি রিকশায় তুলে দেন কয়েকজন। এই সময় নাফিজ রিকশার পাদানিতে ঝুলছিলেন। গুলিবিদ্ধ নাফিজকে হাসপাতালে নিতে বাঁধা দেয় সেখানে অবস্থানকারী আওয়ামী লীগ নেতারা। মানবজমিনের ফটো সাংবাদিক জীবন আহমেদ পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাদের বাধার পরও রিকশার পাদানিতে ঝুলে থাকা মুমূর্ষু নাফিজের কয়েকটি ছবি তুলতে পেরেছিলেন। পরেরদিন পত্রিকায় এই ছবি ছাপা হলে নাফিজের বাবা-মা মর্গে গিয়ে নাফিজের লাশ খুঁজে পান। [৩৮]

---

৩১ প্রথম আলো, ২ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/djik2als3t
৩২ ডেইলী স্টার, ২ আগস্ট ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/police-hq-releases-names-and-details-slain-cops-3680371
৩৩ কালের কণ্ঠ ৬ আগস্ট ২০২৪; https://www.bd-bulletin.com/details.php?id=112225
৩৪ সমকাল ২২ জুলাই ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-07-22/7/6167
৩৫ যুগান্তর ২২ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/833728
৩৬ সমকাল ২৫ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/247629/
৩৭ নয়াদিগন্ত ২৩ জুলাই ২০২৪; http://www.enayadiganta.com/index.php?archive=23-07-2024
৩৮ প্রথম আলো ১২ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/912ltfqs3i

গুলিবিদ্ধ নাফিজকে রিকশার পাদানিতে তুলে দেয়া হয়। তখনো রড ধরে রেখেছিল নাফিজ। পত্রিকায় এই ছবি দেখেই মা-বাবা হাসপাতালের মর্গে খুঁজে পান ছেলের মরদেহ। ছবি: প্রথম আলো, ১২ আগস্ট ২০২৪

৮. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্বিচার গুলিতে ১৯ জুলাই ১১ বছরের শিশু সামির[৩৯] ৪ বছরের শিশু আবদুল আহাদ[৪০], ৬ বছরের শিশু রিয়া গোপ[৪১] নিজ বাসার ভেতরে গুলিবিদ্ধ হয়ে এবং নারায়ণগঞ্জের ডিআইটি রোডে ১৫ বছরের শিশু মোহাম্মদ রাসেল নিহত হন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গুলিতে নিহত হয়েছিল শিশু আব্দুল আহাদ, রিয়া গোপ। ছবি: প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০২৪ এবং ২৫ জুলাই ২০২৪

৯. আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নিহত এক শিশুসহ ২১ জনের লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে মোহাম্মদপুরের রায়েরবাগে দাফন করে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম ।[৪২] এদের সবার মৃত্যু হয় গুলিবিদ্ধ হয়ে।[৪৩]

৩৯ প্রথম আলো ২৪ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/pfu6f47u5m
৪০ প্রথম আলো ২৬ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ghkm45mjr7
৪১ প্রথম আলো ২৫ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/cmpqn5yw59
৪২ আলো ২৫ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/xtgqswyjfw
৪৩ সমকাল ২৬ জুলাই ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-07-26/1/6635

১০. ৫ আগস্ট ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানা জনগণ ঘেরাও করলে তাদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়ে অনেককে হত্যা করে। এরমধ্যে সাত জনের দেহ পুলিশ একটি ভ্যানে তুলে নেয় এবং পরবর্তীতে দেহগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এঁদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিও ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৪]

বহু সংখ্যক আহত

১১. জুলাই-অগাস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পুলিশের ব্যাপক গুলি বর্ষনে অনেক মানুষ আহত হন। এছাড়া টার্গেট করেও অনেককে গুলি করা হয়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে এই সমস্ত আহত ব্যক্তিরা চিকিৎসা নেন।[৪৫] গুলিবিদ্ধ আহতদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্র, শ্রমিক ও দিনমজুর। জীবন রক্ষার্থে তাঁদের কারো হাত-পা বা অন্যকোন অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে।[৪৬] সহিংসতায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের তথ্য সংগ্রহ করে পুলিশসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। ফলে পুলিশ হাসপাতাল থেকে গ্রেফতার করতে পারে এই ভয়ে অনেকে হাসপাতাল থেকে চলে যেতে বাধ্য হন।[৪৭] আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্বিচারে ও টার্গেট করে গুলি ছোঁড়ার কারণে ঢাকা মেডিকেলসহ বিভিন্ন চক্ষু হাসপাতালে অনেক রোগী ভর্তি হন, যাঁদের চোখে মারাত্মকভাবে ছররা গুলি লেগেছে।[৪৮]

গুম

১২. শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন কর্তৃত্ববাদী সরকার গুমকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে দীর্ঘ সময় ধরে তাদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত ও দীর্ঘায়িত করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের গুম করেছিল এবং দেশে একটা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

১৩. জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার গণআআন্দোলনের সময় ১০ ব্যক্তিকে গুম করে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল। এঁদের মধ্যে এক ব্যক্তির এখনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১৪. গত ১ জুলাই ঢাকার আজিমপুর ছাপরা মসজিদের কাছ থেকে ছাত্রদলের ঢাকা কলেজ শাখার সহ-সভাপতি আতিকুর রহমান রাসেলকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। রাসেলের পরিবারের সদস্যরা গোয়েন্দা পুলিশ, ডিজিএফআই, ডিএমপির বিভিন্ন থানায় এবং র‍্যাব অফিসে রাসেলের খোঁজে যোগাযোগ করলে তারা রাসেলকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। গত ১০ জুলাই রাসেলের বাবা মোহাম্মদ আবুল হোসেন সরদার সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রাসেলকে ফিরে পেতে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর রাত তিনটায় কুড়িল বিশ্বরোডে রাসেলকে ফেলে রেখে যাওয়া হয়। রাসেল জানান, এতদিন তাঁকে আটকে রেখে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে।[৪৯]

---

৪৪ মানবজমিন ১ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=125464#gsc.tab=0
৪৫ প্রথম আলো ২৫ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/imke2wcyep, সমকাল ২৬ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/capital/article/247676/
৪৬ যুগান্তর ২৮ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/831002
৪৭ নয়াদিগন্ত ২৬ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/850978/
৪৮ মানবজমিন ২৬ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=120011#gsc.tab=0
৪৯ নয়াদিগন্ত ১১ আগস্ট ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/law-and-justice/854925/

১৫. গত ১৩ জুলাই ঢাকার কাফরুল থানার রূপসী মোড় থেকে ভাষাণটেক স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা শাকিল আহমেদকে সাদা পোশাক পরিহিত একদল লোক তুলে নিয়ে যায়।[৫০] শাকিল আহমেদের পরিবারের সদস্যরা গোয়েন্দা পুলিশ, ডিজিএফআই, ডিএমপির বিভিন্ন থানায় এবং র‍্যাব অফিসে শাকিলের খোঁজে যোগাযোগ করলে তারা শাকিলের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে।[৫১] এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত শাকিলের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই ।

১৬. গত ১৯ জুলাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নুর নবীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডির সদস্যদের সামনে থেকে পুলিশের এডিসি বদরুল তুলে নিয়ে যায়।[৫২] নুর নবী জানান, তাঁকে মিন্টু রোডে অবস্থিত ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে বিবস্ত্র করে মাটিতে ফেলে প্রচণ্ড মারধর করা হয় এবং বলা হয় ছাত্রলীগ তাঁর এক হাত ভেঙ্গেছে অন্য হাতও তারা ভেঙ্গে ফেলবে।[৫৩] ডিবি অফিসে ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর ৬ আগস্ট তিনি মুক্তি পান।[৫৪]

১৭. ১৯ জুলাই রাতে আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদকে (বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা) ঢাকার হাতিরঝিলের মহানগর আবাসিক এলাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর শরীরে ইনজেকশন দিয়ে তাঁকে অজ্ঞান করে রাখে। যতবারই তাঁর জ্ঞান ফিরেছে ততবারই তাঁকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়। ২৪ জুলাই বেলা ১১ টায় চোঁখ বাঁধা অবস্থায় তাঁকে রামপুরার মহানগর প্রজেক্টে ফেলে রেখে যায় ডিবি পুলিশ। আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দিতে চাপ দেয়ার জন্যই তাঁকে গুম করে নির্যাতন করা হয় বলে তিনি জানান।[৫৫] আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবু বাকের মজুমদারকে ১৯ জুলাই ঢাকার ধানমন্ডি এলাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে আন্দোলন বন্ধে বিবৃতি দেয়ার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু বাকের তা প্রত্যাখান করায় একটি অন্ধকার ঘরে আটকে রাখার পাঁচদিন পর ২৪ জুলাই তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।[৫৬]

১৮. ২০ জুলাই মধ্য রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে (বর্তমান অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা) নিরাপত্তা বাহিনীর পরিচয়ে কিছু লোক খিলগাঁও নন্দীপাড়ার একটি বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। নাহিদকে গাড়িতে উঠানোর পর তাঁর চোঁখ বাধা হয় এবং হাতকড়া পরানো হয়। এরপর তাঁকে একটি বাসায় নিয়ে আন্দোলন নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করাসহ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের এক পর্যায়ে নাহিদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। গত ২২ জুলাই ঢাকার পূর্বাচলের একটি ব্রিজের কাছে নাহিদ ইসলামকে ফেলে রেখে যায় গুমকারী ব্যক্তিরা। এরপর তাঁকে ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৫৭]

---

৫০ অধিকারএর সংগৃহিত রিপোর্ট
৫১ মানবজমিন ১০ অক্টোবর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=131019#gsc.tab=0
৫২ নয়াদিগন্ত ২২ জুলাই ২০২৪
৫৩ সমকাল ৯ অগহাষ্ট ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/249923/
৫৪ সমকাল, ১৭ আগস্ট ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/251265/
৫৫ জাগোনিউজ২৪.কম, ৯ আগস্ট ২০২৪, ৯ আগস্ট ২০২৪; https://www.jagonews24.com/country/news/960044
৫৬ প্রথম আলো ২৪ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/b7zcbmknqi
৫৭ মানবজমিন ২২ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=119351

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে গুম করে নির্যাতন করা হয়। ছবি: মানবজমিন, ২২ জুলাই ২০২৪

১৯. গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের পতন হলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর পরই গুম হওয়া পরিবারের সদস্য এবং কয়েকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা ডিজিএফআই'র সদর দপ্তরের সামনে অবস্থান নেন এবং সেখানে 'আয়নাঘর' নামে পরিচিত অবৈধ গোপন বন্দিশালায় (জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল) আটক ব্যক্তিদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানান। ৮ বছর হাসিনা সরকার কর্তৃক আয়নাঘরে গুম হয়ে থাকা ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাশেম আরমান এবং সাবেক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আজমী গত ৬ আগস্ট[৫৮] এবং ৫ বছর গুমের শিকার ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমা ৭ আগস্ট মুক্তি পান।[৫৯]

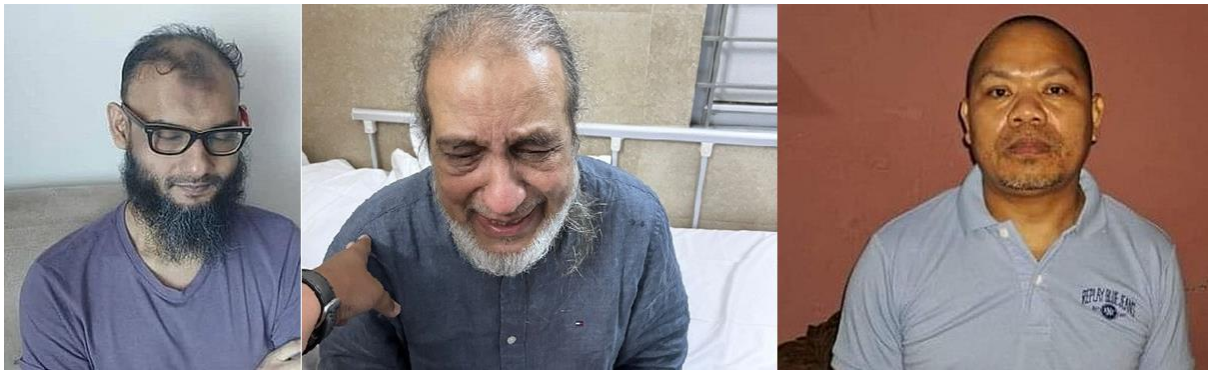

ব্যারিস্টার মীর আহমদ বিন কাশেম আরমান, সাবেক বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহিল আমান আজমী, ইউপিডিএফ নেতা মাইকেল চাকমা (বাম থেকে)। ছবি: প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০২৪; বানিজ্য প্রতিদিন, ৮ আগস্ট ২০২৪; প্রথম আলো, ৭ আগস্ট ২০২৪

৫৮ প্রথম আলো, ৬ আগস্ট ২০২৪; https://en.prothomalo.com/bangladesh/axj3uuswcp
৫৯ প্রথম আলো, ৭ আগস্ট ২০২৪; https://en.prothomalo.com/bangladesh/czennpwfpd

অবৈধ আটকাদেশ, গণগ্রেফতার, নির্যাতন

২০.গত ২৬ জুলাই ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও আবু বাকের মজুমদারকে 'নিরাপত্তার' অজুহাতে তুলে নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল।[৬০] এরপর ২৭ জুলাই একইভাবে নিরাপত্তার অজুহাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরো দুই সমন্বয়ক সারজিস আলম ও হাসানাত আবদুল্লাহকে সাইন্স ল্যাবরেটরী এলাকা থেকে এবং ২৮ জুলাই মিরপুর থেকে আরেক সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমকে গোয়েন্দা পুলিশ তুলে নিয়ে যায়।[৬১] এঁদের সবাইকে ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে অবৈধভাবে আটক করে রাখা হয়। পরে আন্দোলনকারীদের চাপের মুখে ৬ সমন্বয়ককে ১ আগস্ট মুক্তি দেয়া হয়।

২১. জুলাই-অগাস্টের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকার সারা দেশে বিরোধীদলের নেতা-কর্মী এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের গণগ্রেফতার শুরু করে।[৬২] শুধু বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে নয় সাধারণ নাগরিকদের বাড়িতেও বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ অভিযান চালায় এবং নির্বিচারে গ্রেফতার করে।[৬৩] এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন থানায় পুলিশ ও সরকার সমর্থকরা বাদী হয়ে মামলা দায়ের করে; যার অধিকাংশই ছিলো বানোয়াট ও মিথ্যা।[৬৪] এই সময় নির্বিচারে শিশু, কিশোর, তরুণ ও শ্রমজীবী মানুষদের গ্রেফতার করে পুলিশ। ৭ম শ্রেণীর ছাত্র নাঈম ইসলাম[৬৫], ১৩ বছরের আল-আমিন, ১৫ বছরের শিশু সিয়াম[৬৬] এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র আমির হামজাসহ[৬৭] বহু শিশুকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।[৬৮] গ্রেফতারের পর দফায় দফায় রিমান্ড চাওয়া হলে নিম্ন আদালতগুলো তাঁদের রিমান্ডও মঞ্জুর করে এবং এরপর রিমান্ডে নিয়ে তাঁদের নির্যাতন[৬৯] করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। গ্রেফতার ও রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মানে নাই। নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো আদালতের নজরে আসার পরও কোনো প্রতিকার মিলে নাই।[৭০] গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্ত্রী মারিয়া নুর গত ২৭ জুলাই এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামীকে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নিয়ে স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্য পা ওপরে ঝুলিয়ে নির্যাতন করা হয় এবং শরীরে ইনজেকশন ও ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়। [৭১]

---

৬০ সমকাল ২৭ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/247773/
৬১ প্রথম আলো ১ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/vt91qmdtcb
৬২ আটক ৮, মানবজমিন ২৬ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=119958
৬৩ সমকাল ২৮ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/247961/
৬৪ নয়াদিগন্ত ২৬ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/850974/, যুগান্তর ২৮ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/830970, যুগান্তর ২৭ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/830683
৬৫ মানবজমিন ২৪ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=119357
৬৬ মানবজমিন ২৪ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=119371#gsc.tab=0
৬৭ সমকাল ২৬ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/capital/article/247667/
৬৮ মানবজমিন ২৪ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=119371
৬৯ নয়াদিগন্ত ২৬ জুলাই ২০২৪; http://www.enayadiganta.com/news.php?nid=850482
৭০ সমকাল ২৯ জুলাই; https://samakal.com/bangladesh/article/248125/
৭১ মানবজমিন ২৭ জুলাই ২০২৪ ; https://mzamin.com/news.php?news=120175

১৫ বছর বয়সী সিফাতের খোঁজে বাবা। ছবি: মানবজমিন, ২৪ জুলাই ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইব্রাহিমকে রিমান্ডে নেয়ার পর পুলিশের কাঁধে ভড় করে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। ছবি: নয়াদিগন্ত, ২৬ জুলাই ২০২৪

২২.গত ২২ জুলাই ঢাকার নাখালপাড়ার বুদ্ধি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ১৫ বছরের শিশু আশিককে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বাসা থেকে ধরে নিয়ে তেজগাওঁ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।[৭২] গত ২২ জুলাই রাতে সাইফুল নামে এক দিনমজুরকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ । পরে এই দরিদ্র পরিবার দশ হাজার টাকা পুলিশকে দিয়ে সাইফুলকে ছাড়িয়ে আনে। ১৮ জুলাই এইচএসসি পরিক্ষার্থী আলিফ হাসান রাহাত (১৮) বন্ধুর বাসা থেকে পরীক্ষার রুটিন নিয়ে বাসায় ফেরার পথে পুলিশের ছোঁড়া রাবার বুলেট তাঁর ডান চোখে বিদ্ধ হয়। আহত রাহাতকে তাঁর বাবা রাইজউদ্দিন একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে আগাঁরগাও চক্ষু হাসপাতালে নেয়ার পথে উত্তরা পূর্ব থানার পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সটি আটক করে পিতাপুত্রকে ধরে থানায় নিয়ে

৭২ যুগান্তর ২৮ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/830970

যায়। ওই দিন রাত তিনটায় রাহাতের বাবাকে ছেড়ে দেয়া হলেও গুরুতর আহত রাহাতকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।[৭৩]

২৩.গণগ্রেফতারের পাশাপাশি ২৬ জুলাই থেকে সারা দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে 'ব্লক রেইড' দিয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে গ্রেফতার করে।[৭৪]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

২৪.গত ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত হাসিনা সরকার জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে খর্ব করে। আন্দোলনের সময় সরকারি নির্দেশে ১৭ জুলাই রাত থেকে মোবাইল ইন্টারনেট এবং ১৮ জুলাই রাত নয়টায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮ জুলাই টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, জাতীয় ও নাগরিক নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। ২২ জুলাই প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদের নামে মুঠোফোন গ্রাহকদের কাছে পাঠানো এক খুদে বার্তায় বলা হয়, সন্ত্রসীদের অগ্নিসংযোগের কারণে ডেটা সেন্টার পুড়ে যাওয়া এবং আইএসপির তার পুড়ে যাওয়ার কারণে সারা দেশে ইন্টারনেট সেবা ব্যহত হয়েছে। তবে পরবর্তীতে অপারেটররা জানিয়েছেন, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয়া হয়।[৭৫] বাংলাদেশ মুঠোফোন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ইন্টারনেট বন্ধ নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তা ভুল, বানোয়াট ও ভিত্তিহিন'। পাঁচ দিন পর ২৩ জুলাই রাতে সীমিত পরিসরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু করে সরকার। ২৮ জুলাই ১০ দিন পর বেলা তিনটা থেকে মোবাইল ইন্টারনেট চালু করা হয়। তবে বেশ কিছুদিন বন্ধ রাখা হয় ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টিকটকসহ বিভিন্ন সেবা।[৭৬]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৫.কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের সময়ে জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার কারণে সাংবাদিকরা হত্যা, হামলা, মামলা এবং হয়রানির শিকার হয়েছেন । এই আন্দোলনের খবর সংগ্রহের সময় পুলিশ ৫ জন সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা করে।

২৬.১৮ জুলাই ঢাকা টাইমস নামে একটি নিউজ পোর্টালের সাংবাদিক হাসান মেহেদী, ভোরের আওয়াজ পত্রিকার প্রতিবেদক শাকিল হোসাইন এবং নয়াদিগন্তের সিলেট প্রতিনিধি আবু তাহের মোহাম্মদ তুরাব পুলিশের গুলিতে নিহত হন।[৭৭] ১৯ জুলাই ঢাকার সাইন্স ল্যাবরেটরী ও সেন্ট্রাল রোডের পাশে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গুলিতে নিহত হন সাংবাদিক তাহির জামান প্রিয়।[৭৮] ৫ আগস্ট সিরাজগঞ্জের দৈনিক খবরপত্রের সাংবাদিক প্রদীপ কুমার ভৌমিক পুলিশের গুলিতে নিহত হন।[৭৯]

---

৭৩ যুগান্তর ২৮ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/830970
৭৪ যুগান্তর ২৭ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/830660
৭৫ সমকাল ২৩ জুলাই ২০২৩; https://samakal.com/bangladesh/article/247239/
৭৬ প্রথম আলো ২৮ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/0l53ciu95t
৭৭ যুগান্তর ২২ আগস্ট ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/841348/
৭৮ যুগান্তর ২২ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-news/833682
৭৯ যুগান্তর ২২ আগস্ট ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/841348/

২৭. গত ২৫ জুলাই নাটোরে আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে আজকের বিজনেস পত্রিকার নাটোর জেলা প্রতিনিধি জুবায়ের হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৮০] গত ২৬ জুলাই ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক ও দ্য মিরর এশিয়ার বিশেষ প্রতিনিধি সাঈদ খানকে তাঁর মগবাজারের বাসা থেকে ডিবি পুলিশের একটি দল তুলে নিয়ে যেয়ে নির্যাতন করে। পরবর্তীতে তাঁকে কাফরুল থানায় হস্তান্তর করলে আদালত তাঁর ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।[৮১] গত ৪ আগস্ট গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে ছাত্র আন্দোলনকে প্রতিহত করতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জালাল উদ্দিনের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা মহড়া দেয়। এই সময় সেখানে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গেলে মানবজমিনের শ্রীপুর প্রতিনিধি এনামুল হক আখন্দের ওপর হামলা করে তাঁকে আহত করে সরকারী দলের নেতা-কর্মীরা।[৮২]

২৮. বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোর অধিকাংশেরই মালিকানা আওয়ামী লীগের সমর্থক ব্যক্তিদের হাতে থাকায় সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ফলে অপসংবাদিকতার প্রকাশ ঘটেছে। আন্দোলনের সময় অনেক আজ্ঞাবহ সাংবাদিক প্রকাশ্যেই সরকারের পক্ষ অবলম্বন করেন। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকারকে টিকে থাকার পরামর্শ দেয়, হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনকে উৎসাহিত করে এমনকি স্বশরীরে ছাত্র জনতার ওপর হামলায়ও অংশ নেয় কিছু সংখ্যক সাংবাদিক। উদাহরণস্বরূপ ১৯ জুলাই নারায়ণগঞ্জে শামিম ওসমানের সশস্ত্র বাহিনী ছাত্র জনতার ওপর গুলি ছোঁড়ে। এই সময় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ডিবিসি ও যুগান্তর পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি রাজু আহমেদকে দেখা গেছে।[৮৩]

২৯. ***অধিকার এর* সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় পাঁচ জন সাংবাদিক নিহত, ৩৩ জন আহত, চার জন লাঞ্ছিত এবং দুই জন সাংবাদিক গ্রেফতার হয়েছেন।**

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৩০. জুলাই-আগস্ট ছাত্র জনতার গণআন্দোলনের সময় কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকার ব্যাপকভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার খর্ব করে নিপীড়ন চালিয়েছে।[৮৪] আন্দোলন চলাকালে সব ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে দেয় সরকার।[৮৫]

৩১. গত ৩ জুলাই নাটোর ও পটুয়াখালী জেলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে ডাকা সমাবেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালায়। এরমধ্যে নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শহীদুল ইসলাম বাচ্চুকে কুপিয়ে জখম করা হয়।[৮৬]

৩২. গত ১৭ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের বাসভবনের সামনে ঢাকাসহ সারা দেশে সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তিদের গায়েবানা জানাজা কর্মসূচীর পর কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কফিন মিছিল বের করলে পুলিশ এতে হামলা চালায় এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[৮৭]

---

৮০ মানবজমিন ২৭ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=120117
৮১ নয়াদিগন্ত ২৭ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/851181/
৮২ মানবজমিন ৫ আগস্ট ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=121371
৮৩ ডেইলী স্টার ২৪ আগস্ট, ২০২৪; https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-608396
৮৪ যুগান্তর ২০ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/829535/
৮৫ প্রথম আলো ১৯ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/qd8dq97gi7
৮৬ মানবজমিন ৪ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=117016
৮৭ প্রথম আলো ১৭ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/v2hs7kc5cw

৩৩. গত ৩০ জুলাই দেশে ছাত্র-জনতাকে হত্যা, নির্যাতন, হামলা-মামলা ও গণগ্রেফতারের প্রতিবাদে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিবাদী গানের মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ।[৮৮]

মানবাধিকারকর্মীদের ওপর নিপীড়ন

৩৪. কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের শাসনামলে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকায় এবং ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি, হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। জুলাই-আগস্ট এর ছাত্র জনতার গণআন্দোলনে *অধিকার এর* কেন্দ্রীয় সংগঠকরা এবং সারা দেশে *অধিকার এর* সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। আন্দোলন চলাকালে ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মী মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলামকে আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে গোয়েন্দা পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে ব্যাপক নির্যাতন করে। ডিবি পুলিশ ৩০ জুলাই মতিহার থানায় তাঁকে হস্তান্তর করে এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা মামলায় আদালতে পাঠায়। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিজয়ের পর ৭ আগস্ট তিনি কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান।[৮৯]

৮৮ মানবজমিন ৩০ জুলাই ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=120573

৮৯ *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

(খ) অন্তর্বর্তীকালিন সরকার

প্রতিবেদনকাল: ৯ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

৩৫. গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ-র‍্যাবসহ নিরাপত্তা বাহিনী নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে বহু মানুষকে হত্যা করে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন। গত ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর ৮ আগস্ট সন্ধ্যা পর্যন্ত কার্যত দেশ ছিল সরকারবিহীন । এই সুযোগে স্বার্থান্বেষী মহল দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এই সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপরও হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৮ আগস্ট শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালিন সরকার শপথ নেয়। এরপর নির্বিচারে গুলি করে ছাত্র-জনতাকে হত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ঢাকার পুরানো হাইকোর্ট ভবনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়।[৯০]

অন্তর্বর্তীকালিন সরকার ও সংস্কার

৩৬. শেখ হাসিনার সরকার গত সাড়ে ১৫ বছরে দেশের সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিকল্পিতভাবে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছিল। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর হওয়ার ফলে রাজনৈতিক অসহনশীলতা ও রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ফলে এই সময়ে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অর্ন্তবর্তীকালিন সরকার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার লক্ষ্যে ৬ টি কমিশন গঠন করেছে। কমিশনগুলো হলো নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন, জন প্রশাসন সংস্কার কমিশন ও সংবিধান সংস্কার কমিশন।[৯১]

গুম

৩৭. গত ২৯ আগস্ট গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করেছে অন্তর্বর্তীকালিন সরকার। *অধিকার* দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে এই সনদ অনুমোদনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে আসছিলো।

---

৯০ ডেইলী স্টার ২০ আগস্ট ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/hasina-faces-another-ict-case-3681431

৯১ যুগান্তর ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/851113

৩৮. গত ১৫ সেপ্টেম্বর গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধান, গুমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিতকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সুপারিশ প্রদান এবং গুমের ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের সুপারিশ করতে সরকার পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে।[৯২] এরপর তদন্ত কমিশন গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গুমের ঘটনায় ভুক্তভোগী নিজে অথবা পরিবারের কোন সদস্য বা আত্মীয়স্বজন বা গুমের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী যে কোন ব্যক্তি ডাকযোগে, ই-মেইলের মাধ্যমে (edcommission.bd@gmail.com) অথবা সরাসরি গুলশানে অবস্থিত কমিশন কার্যালয়ে (৯৬,গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২) হাজির হয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।[৯৩]

৩৯. গত ২৩ সেপ্টেম্বর এনামুল কবির নামে এক ব্যবসায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সাবেক প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ দায়ের করেছেন। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত যত গুম হয়েছে সেই সমস্ত ঘটনার তদন্ত চাওয়া হয়েছে।[৯৪]

৪০. **৯ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে কোন গুমের ঘটনা ঘটার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।**

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৪১. হাসিনা সরকারের পতনের পর অর্ন্তবর্তী সরকার যৌথবাহিনী গঠন করে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই বাহিনীর হাতেও বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার অভিযোগ রয়েছে।

৪২. গত ৮ সেপ্টেম্বর এলাহী শিকদার নামে এক ব্যক্তি গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দি অবস্থায় মারা যান। সেনা সদস্যদের ওপর হামলার অভিযোগে এলাহী শিকদারকে ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়। গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের ডাক্তার জিবিতেষ বিশ্বাস বলেন, এলাহী শিকদারের শরীরের নিচের অংশে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।[৯৫]

৪৩. গত ১০ সেপ্টেম্বর গাইবান্ধায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা অভিযান চালিয়ে সাঘাটা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাঘাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন সুইট, শফিকুল ইসলাম, সাহাদাত হোসেন পলাশ, রিয়াজুল ইসলাম রকি ও সোহরাব হোসেন আপেলকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে শফিকুল ইসলাম বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং সোহরাব হোসেন আপেল গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নিহতদের স্বজনরা অভিযোগ করেছেন যে, আটকের পর নির্যাতনের কারণে শফিকুল ও আপেল মারা যান। [৯৬]

৪৪. **১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ১৫৮১ ব্যক্তি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার। তবে এই সংখ্যা গণনাধীন এবং তদন্তনাধীন রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের সময় সেপ্টেম্বর মাসে আট জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের**

---

৯২ কমিশন গঠন সর্ম্পকে গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে , ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য কর্তৃক গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানে সরকার কমিশন গঠন করেছে।

৯৩ প্রথম আলো ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/sm9v0oivct

৯৪ সমকাল ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/257314/

৯৫ ডেইলী স্টার ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/man-dies-jail-custody-3697841

৯৬ সমকাল ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/255301/

শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে তিনজন যৌথবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনে, একজন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্মকর্তাদের নির্যাতনে, একজন পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছেন। এছাড়া যৌথ বাহিনির গুলিতে নিহত হয়েছেন তিনজন।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

৪৫. ৫ আগস্ট বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, তাঁদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় দুর্বৃত্তদের হামলায় বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জের আওয়ামী লীগ কর্মী বাবুল বক্স নিহত হন[৯৭] এবং চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় জেয়াবুল হোসেন লেডু (৫১) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতার চোখ উপড়ে ফেলা হয়।[৯৮] কুষ্টিয়ায় রাস্তায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী দেখলে তাঁদের পিটিয়ে মারার নির্দেশ দেন সাবেক যুবদল নেতা রফিকুল ইসলাম রফিক।[৯৯] এছাড়া আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দখলে থাকা বাজার, মাছঘাট, বালুমহালসহ অন্যান্য স্থাপনা দখল এবং চাঁদাবাজির[১০০] অভিযোগ পাওয়া গেছে বিএনপি এর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে।[১০১] এমনকি কিছু জায়গায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিশে বিএনপির নেতা-কর্মীরা এইসব লুটপাটে অংশ নিচ্ছে।[১০২] বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দখল-চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স দেখালেও তাতে যথেষ্ট কাজ হচ্ছে না বলে জানা গেছে। এই সব ঘটনায় অনেক নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করেছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।[১০৩]

৪৬. কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর সারাদেশে একযোগে মামলা করার হিড়িক পড়ে। এই মামলাগুলো থানায় দায়েরের আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা তৈরী করে স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তিকে মামলায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থাকায় বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদেরও আসামী করা হয়। মামলায় জড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে ব্যাপকভাবে চাঁদাবাজি করার অভিযোগও পাওয়া গেছে এই সময়ে। [১০৪] এই সব মামলায় মৃত ব্যক্তিকেও আসামী করা হয়েছে। [১০৫]

৪৭. হাসিনা সরকারের পতন হলেও আওয়ামী লীগের দুবৃর্ত্তরা কোন কোন জায়গায় এখনও সরব আছে। জুলাই থেকে আগাস্ট পর্যন্ত ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণকারী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার এবং তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার অভিযান সফল হয়নি। এখনও পতিত

---

৯৭ মানবজমিন ২২ আগস্ট ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=123920
৯৮ সমকাল ২২ আগস্ট ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/252062/
৯৯ মানবজমিন ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=126979
১০০ সমকাল ১৯ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/256564/
১০১ প্রথম আলো ২২ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/n0y099xl4y , প্রথম আলো ২৮ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/n961lze2so
১০২ সমকাল ২ অক্টোবর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/258568/
১০৩ মানবজমিন ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=125766
১০৪ সমকাল ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/254244/ , নয়াদিগন্ত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/860395/ , সমকাল ৮ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/254879/
১০৫ সমকাল ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/254308/

কর্তৃত্ববাদী সরকারের নেতা-কর্মীরা বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে।[১০৬] গত ৫ সেপ্টেম্বর নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আত্তাবের সমর্থকরা ইউনয়ন বিএনপি নেতা মিলন মোল্লা ও তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলা করে। আহতদের খুলনা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১০৭] গত ১৩ সেপ্টেম্বর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এসএম জিলানী তাঁর বাবা-মার কবর জেয়ারত করার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার পথে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাঁর গাড়ীবহরে হামলা চালালে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের ক্রীড়া সম্পাদক শওকত আলী দিদার নিহত এবং ৫০ জন আহত হন।[১০৮] গত ২২ সেপ্টেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়ায় মাদারীপুর সদর উপজেলায় হামলা চালিয়ে ৫০টি বাড়ি ভাংচুর এবং ১০টি বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা।[১০৯]

৪৮. আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলেও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের মধ্যে কোন্দল এখনও অব্যাহত আছে। গত ২৩ আগস্ট বরিশালের উজিরপুরে সাতলা ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের দুই নেতা ইদ্রিস হাওলাদার ও সাগর হাওলাদারকে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান শাহীন হাওলাদের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত কুপিয়ে হত্যা করে।[১১০]

৪৯. বিএনপির নেতা-কর্মীরাও এলাকায় অধিপত্য বিস্তার ও বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন।[১১১] এইসব ঘটনায় সাধারণ মানুষসহ বিএনপির অনেক নেতা কর্মী হতাহত হয়েছেন।[১১২]

৫০. গত ৫ আগস্ট চাঁদপুরের ফরিদপুরের গল্লাক আদর্শ ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।[১১৩] গত ৬ আগস্ট গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জের মোক্তারপুর ইউনিয়নে বিএনপির দলীয় কোন্দলে ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এমদাদুল হক আকলু নামে এক বিএনপি নেতাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।[১১৪] গত ১১ সেপ্টেম্বর নড়াইলের লোহাগড়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক খান মাহমুদ রহমানের লোকজন বিএনপি নেতা মুরাদ শেখের দুই ভাই জিয়ারুল শেখ ও মিরান শেখের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁদের হত্যা করে।[১১৫] গত ২০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবদলের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে জুবায়ের উদ্দিন নামে এক যুবক নিহত হন।[১১৬]

৫১. ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১০৭ জন নিহত হয়েছেন ও ২৯৫৩ জন আহত হয়েছেন। ৬-৮ আগস্ট পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে চার জন নিহত

---

১০৬ প্রথম আলো ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4adrmorvms
১০৭ নয়াদিগন্ত ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/861202/
১০৮ যুগান্তর ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/852053
১০৯ সমকাল ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-09-23/7/6686
১১০ সমকাল ২৬ আগস্ট ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-08-26/7/7654
১১১ নয়াদিগন্ত ১৭ এপ্রিল ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/city/828449/
১১২ নয়াদিগন্ত ১২ মে ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/834332/ , সমকাল ২৭ জুন ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/243718/
১১৩ যুগান্তর ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-news/848118
১১৪ নয়াদিগন্ত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/city/861744/
১১৫ সমকাল ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-09-12/7/3691
১১৬ প্রথম আলো ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/j60nibsr1y

হয়েছেন ও নয় জন আহত হয়েছেন। ৯ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৫২ জন নিহত হয়েছেন ও ১৩০৮ জন আহত হয়েছেন।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৫২.জুলাই গণহত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৫২ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এরমধ্যে গণহত্যায় উস্কানী দেয়ায় ৩২ জন সিনিয়র সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। [১১৭] গত ১৪ সেপ্টেম্বর সম্পাদক পরিষদ এক বিবৃতিতে বলেন, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ঢালাও হত্যা মামলা অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতিশ্রুতির লংঘন। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, সাংবাদিকেরা কোনো অপরাধ করে থাকলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যথাযথ ধারা অনুসরণ করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।[১১৮]

৫৩. অন্তর্বর্তীকালিন সরকারের আমলেও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও নিপীড়ণের ঘটনা ঘটেছে।

৫৪. নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে গণআন্দোলনের সময় মিলন নামে এক মাছ ব্যবসায়ী নিহত হওয়ার ঘটনায় গত ১৮ আগস্ট মিলনের স্ত্রী শাহনাজ সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ৬২ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি ও মানবজমিন পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার বিল্লাল হোসেন রবিনকে আসামী করা হয়। গত ১৯ আগস্ট নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় এই ঘটনার নিন্দা জানানো হয়।[১১৯]

৫৫. গত ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার দোহারের রাইপাড়া ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে দুই দলের মধ্যে বিরোধ চলছিলো। এই ব্যাপারে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে স্থানীয় সাপ্তাহিক এশিয়া বার্তার সম্পাদক কাজী যুবায়েরকে হুমকি দেয় রাইপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমির শিকদারসহ কয়েকজন। পরে যুবায়েরের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করা হয়। [১২০]

৫৬. ***অধিকার এর* সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ৯ আগস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে চার জন সাংবাদিক আহত, দুই জন লাঞ্ছিত, তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং তিন জন হুমকির সম্মুখিন হয়েছেন।**

আদালত প্রাঙ্গনে অভিযুক্তদের ওপর হামলা

৫৭. গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে তৃণমূল হতে শুরু করে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ ও এর অংগ সংগঠন এবং ১৪ দলের নেতা-কর্মী, সুবিধাভোগী সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সাবেক বিচারপতি, পুলিশের কর্মকর্তা-কর্মচারী জনরোষ থেকে বাঁচতে এবং আইনের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পালিয়ে যান। এঁদের মধ্যে কয়েকজন গ্রেফতার হলে এবং তাঁদের আদালতে আনা

---

১১৭ মানবজমিন ২৯ আগস্ট ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=125049

১১৮ প্রথম আলো ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/5tnig3z6yj

১১৯ ভোড়ের কাগজ ২১ আগস্ট ২০২৪; https://www.bhorerkagoj.com/media/730940 , মানবজমিন ২০ আগস্ট ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=123602

১২০ প্রথম আলো ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=169a2018090&eid=1&imageview=0&epedate=16/09/2024&sedId=1

হলে আদালত প্রাঙ্গনে বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আদালতে আনার সময় এবং আদালতের ভেতরে বিএনপিপন্থী আইনজীবীসহ সাধারণ আইনজীবী এবং সাধারণ বিক্ষুব্ধ মানুষ কর্তৃক শারিরিকভাবে লাঞ্ছিত ও মারধরের শিকার হন আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন মানিক[১২১]' সাবেক সমাজকল্যানমন্ত্রী দীপু মনি[১২২], সাবেক তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন[১২৩] ।

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৫৮. কর্তৃতবাদী শাসনের পতনের পরও তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের অসন্তোষ অব্যাহত আছে। এরমধ্যে একটি গোষ্ঠী অন্তর্বর্তীকালিন সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য তৈরি পোশাক শিল্পে বিভিন্ন সমস্যা তৈরী করে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারী শিল্প উপদেষ্টা কারাগারে আটক সালমান এফ রহমানের প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকোর পোশাক কারখানার শ্রমিকরা গাজীপুরে বেশ কয়েকটি তৈরি পোশাক শিল্প কারাখানায় হামলা চালায়।[১২৪]

৫৯. গত ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকার আশুলিয়ার জিরাবো এলাকায় মাসকট নিটস নামে কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রেডিয়েন্স ও সাউদার্ন গামেন্টের শ্রমিকদের ত্রিমুখি সংঘর্ষে রোকেয়া বেগম নামে এক নারী শ্রমিক নিহত হন।[১২৫] এই সময়ে বকেয়া বেতন ও কারখানা খুলে দেয়াসহ অন্যান্য দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ-সমাবেশ ও রাস্তা অবরোধ করেন। শ্রমিক অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে পোশাক খাতের শ্রমিকদের নুন্যতম মজুরি পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তীকালিন সরকার।[১২৬] এই পরিস্থিতিতে দফায় দফায় সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনার পর সরকারের অনড় অবস্থানের কারণে শ্রমিকদের ১৮ দফা দাবী মালিকরা মেনে নিতে বাধ্য হন।[১২৭]

৬০. গত ৩০ সেপ্টেম্বর ঢাকা জেলার আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চলে মণ্ডল নিটওয়ার কারখানা খুলে দেয়া, দুই শ্রমিক নিখোঁজের অভিযোগ, শ্রমিককে মারধরসহ নানা বিষয় নিয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হয়। এই সময় ন্যাচারাল ডেনিম ও ন্যাচারাল ইন্ডিগো কারখানায় মণ্ডল নিটওয়ারের শ্রমিকদের আটকে মারধর করা হচ্ছে এরকম গুজব ছড়িয়ে পড়লে কারখানার শ্রমিকরা এক সঙ্গে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা র‍্যাব, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গাড়ি ভাংচুর করেন। এরপরই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়।[১২৮] এই সংঘর্ষে ম্যাংগো টেক্স লিমিটেডের শ্রমিক কাউসার হোসাইন খান (২৭) গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত এবং চারজন গুলিবিদ্ধসহ ৩০ জন শ্রমিক আহত হন।[১২৯] এই ঘটনায় ৫১ জনকে আটক করে পুলিশ।[১৩০]

---

১২১ ডেইলি স্টার ,২৬ আগস্ট, ২০২৪; https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-609021
১২২ প্রথম আলো ২১ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/ict8fdsh2u
১২৩ প্রথম আলো ২৮ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/dx58ol458m
১২৪ যুগান্তর ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/851202
১২৫ সমকাল ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ; https://samakal.com/whole-country/article/256251/
১২৬ প্রথম আলো ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/business/industry/w63ulms1gs
১২৭ প্রথম আলো ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/zjw1ynbubf
১২৮ সমকাল ১ অক্টোবর ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/258398/
১২৯ যুগান্তর ১ অক্টোবর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/859270
১৩০ মানবজমিন ১ অক্টোবর ২০২৪; https://m.mzamin.com/news.php?news=129761

মাজার ভাঙ্গা ও ধর্মীয় ভীন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলা

৬১. এই সময়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাজার ভাঙ্গা ও ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। গত ২৫ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার সনমান্দি ইউনিয়নে আয়নাল শাহ এর মাজার এবং গত ২৯ আগস্ট সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে আলী পাগলার মাজার ভাঙচুর করা হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ইসমাইল পাগলার মাজার ভাঙচুর করা হয় এবং ৬ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জের দেওয়ানবাগে মাজারে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা।[১৩১] গত ২৯ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রশিদিয়া দরবার শরিফে বার্ষিক মহফিল চলাকালে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এইদিনই রাতে সাভারের সুফি সাধক কাজী জাবের আহমেদের বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে একটি মাজার ভাংচুরের চেষ্টা করে। দুর্বৃত্তদের হামলায় ২০/২৫ জন আহত হন। ৩০ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার লালন আনন্দধামে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এই সময় লালন ফকিরের ছবি, বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ ও সাময়িকী আগুনে পুড়ে যায়। পুড়িয়ে দেয়া হয় একতারা, দোতারা, বায়া, জুড়ি, গিটারসহ বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র। ভাঙচুর করা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাস্কর্য।[১৩২]

১৩১ বিবিসি বাংলা ৭ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/ckg2xygly1no
১৩২ প্রথম আলো ৩০ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/8344iugroy

(গ) ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর অন্যান্য মানবাধিকার লংঘন

মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার

৬২.বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে বিকল্প সাজা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিম্ন আদালতে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আপিল শুনানীর ধীরগতির কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা বছরের পর বছর কনডেম্ড সেলে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। বিচার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের কনডেম্ড সেলে রাখা অযৌক্তিক এবং মানবাধিকারের লংঘন।

৬৩. **চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে নিম্ন আদালত কর্তৃক ৫৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।**

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৬৪.কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে ব্যাপকভাবে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার ঘটনা ঘটে। ওই সময়ে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো অকার্যকর হওয়ার কারণে দেশে জবাবদিহিতাহীন ও দায়মুক্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এই সুযোগে গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার প্রবণতাও তৈরি হয়েছিল। ৫ আগস্ট এর পরও অনেককে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করার ঘটনা ঘটেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের মধ্যে আস্থার সংকট ব্যাপকভাবে রয়েছে। তাই গণপিটুনী এবং এর মাধ্যমে হত্যার ঘটনাগুলো ঘটেছে বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে ছাত্রলীগ এবং যুবলীগও বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করতে সচেষ্ট রয়েছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গঠিত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালিন সরকারকে এই আস্থার সংকট কাটাতে হবে।

৬৫. গত ৪ আগস্ট নরসিংদী জেলার মাধবদীতে ছাত্র-জনতার গনআন্দোলন চলাকালে বিক্ষোভকারীরা চরদিঘলদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন শাহিনসহ ৬ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে।[১৩৩]

৬৬. গত ৭ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শারীরিক প্রতিবন্ধী আবদুল্লাহ আল মাসুদকে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে।[১৩৪]

৬৭. গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হলে চোর সন্দেহে শিক্ষার্থীদের গণপিটুনীতে তোফাজ্জল নামে এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবক মারা যান। গণপিটুনী দেয়ার আগে ঐ যুবককে ভাত খাওয়ানোর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।[১৩৫] এই ঘটনায় ঢাবির পক্ষ থেকে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ সাবেক ছাত্রলীগ নেতাসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করে।[১৩৬]

৬৮. গত ২১ সেপ্টেম্বর রাজবাড়ির কালুখালীতে চোর সন্দেহে নাজমুল মোল্লা (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করা হয়। নাজমুল মোল্লা কালুখালিতে তাঁর মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।[১৩৭]

---

১৩৩ মানবজমিন ৫ আগস্ট ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=121406#gsc.tab=0

১৩৪ সমকাল ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/dkayzqg8zz

১৩৫ যুগান্তর ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-firstpage/854400

১৩৬ ডেইলী স্টার ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; ; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/mob-beating-du-six-students-confess-involvement-3707911

১৩৭ যুগান্তর ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/855233

৬৯. **জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে ৬৭ জন গুপিটুনীতে নিহত হন। এর মধ্যে ০১ জুলাই থেকে ০৫ আগস্ট পর্যন্ত ৩৬ জন এবং ৯ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩১ জন গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন।**

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন

৭০. কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের পতন হলেও এই সরকারের তৈরী করা সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ সকল নিবর্তনমূলক আইন বহাল আছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর আইন মন্ত্রনালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাইবার আইনে মামলাগুলো দ্রুত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এছাড়া এইসব মামলায় কেউ গ্রেফতার থাকলে তিনি আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি পাবেন।[১৩৮]

কারাগার ও মানবাধিকার

৭১. কারাগারগুলোতে দুর্নীতি এবং অপব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। এই সমস্ত অপব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলায় বন্দিদের নির্যাতন চালানো হয়েছে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের মহিলা ওয়ার্ডে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।[১৩৯] গাজীপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আনোয়ারুল করিমের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠলে গত ৮ আগস্ট বন্দিরা এর প্রতিবাদ জানান। তখন জেল সুপারের নির্দেশে ৪৮ জন বন্দিকে কারাগারের ভেতরে গাছের সঙ্গে বেঁধে পেটানো হয়।[১৪০]

৭২. গত ৮ আগস্ট জামালপুর কারাগারে বন্দিরা আগুন ধরিয়ে এবং জেলারকে জিম্মি করে কারাগার থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৬ জন বন্দি নিহত হন। অন্যদিকে ৯ আগস্ট চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বন্দিরা পালানোর চেষ্টা করলে প্রহরীদের গুলিতে কয়েকজন বন্দি আহত হন।[১৪১] গত ১৬ আগস্ট রংপুর কারাগারে গাছ থেকে আমড়া পাড়া নিয়ে বন্দি রফিকুলকে বাহারাম বাদশা নামে এক বন্দি মারধর করে। এই ঘটনায় দুই কারারক্ষী বাহারাম বাদশাকে ব্যাপক মারধর করে। ফলে গুরুতর আহত হয়ে বাহারাম বাদশা মারা যান।[১৪২] এছাড়া কারাগারগুলোতে চিকিৎসক সংকট থাকার ফলে চিকিৎসার অভাবে অনেক বন্দির মৃত্যু হচ্ছে।

৭৩. **জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ১১ ব্যক্তি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন।**

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মানবাধিকার লংঘন

৭৪. বাংলাদেশের অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি বিভিন্নভাবে এই অভ্যুত্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে ভারতীয় কিছু সংবাদ মাধ্যম হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাসহ অন্যান্য মিথ্যা ও মনগড়া সংবাদ পরিবেশন করে [১৪৩] এবং ভারতীয় এস্টাব্লিশমেন্ট বাংলাদেশকে

১৩৮ যুগান্তর ১ অক্টোবর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-lastpage/859274
১৩৯ যুগান্তর ২৮ আগস্ট ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/843699
১৪০ যুগান্তর ২৭ আগস্ট ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/843253
১৪১ নিউএইজ ৯ আগস্ট ২০২৪; https://www.newagebd.net/post/country/242082/
১৪২ নয়াদিগন্ত ১৭ আগস্ট ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/856244/
১৪৩ নয়াদিগন্ত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/864407/

অস্থিতিশীল করতে একের পর এক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৪৪] যদিও সেই সমস্ত বিষয়গুলো ফ্যাক্ট চেকিংএর মাধ্যমে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।[১৪৫] গত ৬ আগস্ট ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর জয়েন্ট কমান্ডারস্ কনফারেন্সে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও ইসারায়েল-হামাস সংঘাতের পাশাপাশি বাংলাদেশের পরিস্থিতির উল্লেখ করে ভবিষৎ যুদ্ধ মোকাবিলার জন্য তৈরী থাকতে বলেন। [১৪৬] অথচ এই দেশগুলোর মতো বাংলাদেশে কোন যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরী হয়নি। একটি ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর মদদপুষ্ট কর্তৃত্ববাদী হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে মাত্র।

৭৫. ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা অববাহিকাতে চরম বিপর্যয়কর অবস্থা বিরাজ করছে। বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে ভারত সরকার কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করেছে। ফলে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ব্যাপক বন্যা হয়েছে। এই বন্যার কারণে মানবিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি অনেক মানুষের প্রাণহানীসহ বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন চরম আকার ধারণ করেছে। এই সময়ে বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশীদের হত্যা ও নির্যাতন করেছে।[১৪৭]

৭৬. গত ৫ জুলাই ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার নগরভিটা বিওপি সীমান্তে রাজু মিয়া নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক[১৪৮], ৩ আগস্ট মৌলভীবাজার জেলার লালারচক সীমান্তে স্বর্ণাদাস নামে এক ১৪ বছরের কিশোরী[১৪৯], ১১ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ সীমান্তে আবদুল্লাহ নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক[১৫০], ৮ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী সীমান্তে জয়ন্ত কুমার সিংহ নামে এক ১৫ বছরের কিশোর[১৫১] ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হয়েছেন। এইসব হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।[১৫২] এছাড়া বিএসএফ সদস্যরা গত ৮ জুলাই বাংলাদেশী নাগরিক কিরণকে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া বাংলাবান্ধা সীমান্তে নির্যাতন করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।[১৫৩]

৭৭. **জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে চার জন বাংলাদেশী নিহত এবং নয় জন আহত হয়েছেন।**

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

৭৮. গত ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদযাপন পরিষদ নামে দুইটি সংগঠন দাবী

১৪৪ নয়াদিগন্ত ২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/860408/
১৪৫ সমকাল ১৯ আগস্ট ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/251520/, বিবিসি ১৮ আগস্ট ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/c5y8qdex205o
১৪৬ প্রথম আলো ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/ck7heitdcv
১৪৭ প্রথম আলো ২১ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/jzq7f1epqs
১৪৮ নয়াদিগন্ত ৬ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/847470/
১৪৯ নয়াদিগন্ত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/city/860914/
১৫০ সমকাল ১৩ আগস্ট ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/250529/
১৫১ প্রথম আলো ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/hvdjuikisk
১৫২ যুগান্তর ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/847835
১৫৩ প্রথম আলো ৮ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/879hai940z

করেছে, শেখ হাসিনার পতনের পর অর্ধশতাধিক জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর দুই শতাধিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সেনা প্রধান জানিয়েছেন, ৩০টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেগুলো মূলত রাজনৈতিক; ধর্মীয় নয়।[১৫৪] এরমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশে হিন্দু নাগরিকদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বিবিসির তথ্য যাচাই বিভাগ এই অভিযোগের কোন সত্যতা পায়নি[১৫৫]। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা অনেক জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর গোপনে কোন ঘটনা ঘটিয়ে 'সাম্প্রদায়িক' হামলার ঘটনা সাজাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত হামলার পিছনে পলাতক কয়েকজন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা জড়িত বলে জানা গেছে।[১৫৬] উদাহরণস্বরূপ ঠাকুগাঁওয়ে সংখ্যালঘু মহেণ চন্দ্রের বসত বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে তার ভিডিও মোবাইলে ধারণ করে পালিয়ে যাওয়ার সময় সামিউল নামে একজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে আটক করে গ্রামবাসী।[১৫৭]

৭৯. গত ১৮ আগস্ট নেত্রকোনার পূর্বধলায় একটি মন্দিরে আগুন দিতে গিয়ে এলাকাবাসীর হাতে আটক হয়েছে নেপাল চন্দ্র ঘোষ (৩৪) নামে এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি।[১৫৮] গত ১৪ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় একটি মন্দির ভাঙচুর করা হয়। এর পরেরদিন ১৫ সেপ্টেম্বর পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে সঞ্জিব বিশ্বাস নামে এক হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।[১৫৯] ক্ষমতায় থাকার সময় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি দখলসহ তাঁদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে।[১৬০] এই সময়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ব্যাপক হামলা এবং দমন পীড়ন চালানো হয়েছে। অতীতে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে আসল অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখিন করা যায়নি।[১৬১]

পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা

৮০. গত ১৮ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সদরে মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে মোহাম্মদ মামুন নামে এক যুবককে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির এক দল দুর্বৃত্ত গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ উঠে।[১৬২] এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পাহাড়ী এবং স্থানীয় বাঙ্গালীদের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরেরদিন ১৯ সেপ্টেম্বর মামুন হত্যার প্রতিবাদে স্থানীয় বাঙ্গালীরা মিছিল করে বোয়ালখালী বাজার অতিক্রম করার সময় পাহাড়ীরা বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষের একপর্যায়ে দীঘিনালার লারমা স্কয়ারে বিভিন্ন দোকান ও বাড়িঘরে আগুন দেয়া হয়। আগুনে পাহাড়িদের ৭৮টি এবং বাঙ্গালীদের ২৪টি দোকান পুড়ে যায়। দীঘিনালার সংঘর্ষের জেরে খাগড়াছড়ি জেলা সদর, পানছড়ি ও আশে পাশের এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই দিন রাতে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের ঘটনায়

---

১৫৪ সমকাল ১৯ আগস্ট ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/251520/ , বিবিসি ১৮ আগস্ট ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/c5y8qdex205o; https://www.bbc.com/news/articles/cx2n8pzk7gzo
১৫৫ বিবিসি ১৮ আগস্ট ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/c5y8qdex205o
১৫৬ নয়াদিগন্ত ১২ আগস্ট ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/854993/
১৫৭ নয়াদিগন্ত ১৬ আগস্ট ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/855987/
১৫৮ নয়াদিগন্ত ১৯ আগস্ট ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/856761/
১৫৯ নিউএইজ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.newagebd.net/post/country/245431/
১৬০ সমকাল ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://samakal.com/capital/article/256133/
১৬১ সমকাল ১ অক্টোবর ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/258396/
১৬২ সমকাল ২১ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/256847/

জুনান চাকমা (২০), ধনঞ্জয় চাকমা (৫০) ও রুবেল চাকমা নামে তিন জন নিহত এবং অন্তত ১৫ ব্যক্তি আহত হন। গত ২০ সেপ্টেম্বর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) দেয়া বিজ্ঞতিতে বলা হয়, ১৯ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে দশটায় খাড়গড়াছড়ি জোনের একটি টহল দল একজন মুমূর্ষু রোগীকে স্থানান্তরের সময় খাগড়াছড়ি শহরের স্বনির্ভর এলাকায় পৌঁছালে সেখানে অবস্থানরত ইউপিডিএফের নেতৃত্বে উত্তেজিত পাহাড়ি জনতা বাধা সৃষ্টি করে এবং এই সময় দুর্বৃত্তরা সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর টহল দলের ওপর গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে সেনাবাহিনীও পাল্টা গুলি চালায়। এই গোলাগুলির ঘটনায় তিনজন নিহত ও কয়েকজন আহত হন।[১৬৩]

৮১. গত ২০ সেপ্টেম্বর তিন পাহাড়ীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাঙামাটিতে মিছিল বের করে 'সংঘাত ও বৈষম্যবিরোধী পাহাড়ি আন্দোলন'। এই মিছিলে ঢিল ছোঁড়াকে কেন্দ্র করে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে আঞ্চলিক পরিষদ কার্যলয়সহ ৩০-৪০টি বাড়িঘর ও দোকানপাট ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে অনিক কুমার চাকমা নামে এক ব্যক্তি নিহত এবং দুই পক্ষের অন্তত ৫৫ জন আহত হন।[১৬৪]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৮২. ২০২৪ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে সারা দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতাকারীরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে এবং ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ধর্ষণ

৮৩. ২০২৪ সালে জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ব্যাপক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে ধর্ষণের শিকার নারী [১৬৫]ও শিশুকে[১৬৬] ধর্ষণ পরবর্তীতে হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনায় ক্ষোভে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।[১৬৭] এই সময়ে সালিশ করে ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছে এলাকার মাতবর বা রাজনৈতিক নেতারা।

৮৪. গত ২০ জুলাই নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলায় এক স্কুলছাত্রী (১৫) কে ধর্ষণ করে আকাশ হোসেন প্রান্তর নামে এক বখাটে। ধর্ষণের শিকার স্কুলছাত্রী বাড়িতে ফিরে ক্ষোভে আত্মহত্যা করে।[১৬৮]

যৌন হয়রনি

৮৫. ২০২৪ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে নারীদের উত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার পুরুষ কর্তৃক নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। শিক্ষাঙ্গনেও ছাত্রীরা শিক্ষক কর্তৃক যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।[১৬৯]

---

১৬৩ প্রথম আলো ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/8fjjbhpg3v
১৬৪ প্রথম আলো ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/qznwfalykd
১৬৫ প্রথম আলো ২৭ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/rst3dp2325
১৬৬ নয়াদিগন্ত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/19653618/
১৬৭ নয়াদিগন্ত , ৪ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/barishal/847104/
১৬৮ প্রথম আলো ২৪ জুলাই ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/4zbzhjb8ii

৮৬. গত ১৪ জুলাই চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মুক্তার আলীর বিরুদ্ধে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে একাধিক শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিবাবক যৌন হয়রানীর অভিযোগ করেন।[১৭০]

যৌতুক সহিংসতা

৮৭. যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল এই তিন মাসে। এই সময়ে যৌতুক না পাওয়ায় পিটিয়ে[১৭১], ও শ্বাসরোধ [১৭২]করে হত্যা করা হয়েছে এবং নারীদের আগুনে পুড়িয়ে[১৭৩] গুরুতর আহত করা হয়েছে। হত্যা ও সহিংসতার শিকার অনেক নারীই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

৮৮. গত ২৫ আগস্ট বাক্ষ্মণবাড়িয়ার কসবায় সানজিদা আক্তার (২০) নামে এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুকে যৌতুকের জন্য শ্বশুড়বাড়ির লোকজন হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রেখে আত্মহত্যার কথা ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৭৪]

এসিড সহিংসতা

৮৯. ২০২৪ সালের এই তিন মাসে এসিড সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

৯০. গত ৫ জুলাই নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়ায় তালাক দেয়ায় গৃহবধু হাফসা আক্তারের ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপ করে তাঁর প্রাক্তন স্বামী হুমায়ন কবির বাকি। [১৭৫]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লংঘন

৯১. জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরাকানে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে তুমুল যুদ্ধের ভেতরে রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে গ্রাম ছাড়া হয়েছেন রোহিঙ্গারা। জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে আসতে মিয়ানমারের নাফ নদীর তীরে আশ্রয় নেন হাজার হাজার রোহিঙ্গা।[১৭৬] এরমধ্যে উখিয়া ও টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে কমপক্ষে ৮ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। রোহিঙ্গারা জানিয়েছেন, মংডু টাউনসহ আশে পাশের গ্রামের মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। অনেকে গোলাগুলির মধ্যে পরে মারা গেছেন।[১৭৭] যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকতে পেরেছেন তাঁদের কাছ থেকে মাথাপিছু ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে বিজিবির বিরুদ্ধে।[১৭৮] গত ৬ আগস্ট মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় কক্সবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গাদের একটি নৌকা ডুবে গেলে নারী ও শিশুসহ ১০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়। [১৭৯]

---

১৬৯ কালের কণ্ঠ ২৫ জুলাই ২০২৪ https://www.kalerkantho.com/online/Court/2024/07/25/1408661
১৭০ নয়াদিগন্ত ১৬ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/khulna/850095/
১৭১ সমকাল ৪ জুলাই ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/244810/
১৭২ নয়াদিগন্ত ২৯ জুলাই ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/851699/
১৭৩ ইত্তেফাক ৫ জুলাই ২০২৪; https://www.ittefaq.com.bd/692637/
১৭৪ যুগান্তর ২৬ আগস্ট ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-bangla-face/842875
১৭৫ যুগান্তর ৭ জুলাই ২০২৪; https://www.jugantor.com/tp-city/825110
১৭৬ বিবিসি নিউজ বাংলা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪; https://www.bbc.com/bengali/articles/c4g5zkd2g3no
১৭৭ মানবজমিন, ১১ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=126891
১৭৮ নয়াদিগন্ত ৯ সেপ্টেম্বও ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/862323/
১৭৯ প্রথম আলো ৬ আগস্ট ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/yc83zwdh2q

সুপারিশসমূহঃ

১. আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংঘটিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

২. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে নির্যাতনবিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৩. গুমের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট আইন প্রনয়ন করে গুমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখিন করতে হবে এবং ভিকটিম পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪. কারা কর্মকর্তাদের অনিয়ম-অবহেলা-দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কারাবন্দিদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নসহ সমস্ত ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৫. সর্বস্তরে মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সব হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৬. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৭. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষণকারীসহ নারীদের ওপর সহিংসতাকারীদের বিষয়ে সালিশ করা বন্ধ করতে হবে এবং নারীর বিচার প্রাপ্তির জন্য পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

৮. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক হত্যা, নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালিন সরকারকে ভারতকে চাপ দিতে হবে। ভারতকে দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আধিপত্য এবং আগ্রাসী আচরণ বন্ধ করতে হবে।